ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

গৌরিকে বিয়ে করতে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন শাহরুখ!

পৃঃ ৫

কোহলির অন্যরকম 'সেঞ্চুরি'

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮৮ ● কলকাতা ● ১৭ চৈত্র, ১৪৩০ ● রবিবার ● ৩১ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

চাপ আরও বাড়ল শেখ শাহজাহানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চাপ আরও বাড়ল শেখ শাহজাহানের । যে কোনও দিন জেলে গিয়ে শেখ শাহজাহানকে জেরা করতে পারবে ইডি। নির্দেশ দিল বসিরহাট মহকুমা আদালত । আদালতের নির্দেশ পেয়েই বসিরহাট জেলে পৌঁছল ইডি ।স্থানীয় এক দোকান মালিক সইফুদ্দিন মোল্লাকে আটক করে নিজাম প্যালেসে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। সরবেড়িয়া বাজার থেকে আকুঞ্জিপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় গিয়েছিল সি বি আই. এরপর, সরবেড়িয়ার দোকান মালিক সইফুদ্দিন, সুকোমল ও মহিবুরকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয়। রেশন বন্টন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালির আকুঞ্জিপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে রক্তাক্ত ও জখম হন ইডি-র আধিকারিকরা। আক্রান্ত হন কেনদ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও।ঘটনার ৫৬ দিনের মাথায় গ্রেফতার হন শেখ শাহজাহান। এরপর, গত ৮ মার্চ ইডির উপর হামলার ঘটনার নমুনা সংগ্রহের জন্য ম্যারাথন তল্লাশিতে নামে সিবিআই।জমি দখল, ভেড়ি দখল এবং মাছের আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত অভিযোগের মামলায় এবার জেলে গিয়ে শেখ শাহজাহানকে জেরা করার অনুমতি পেল ইডি।

সূত্রের খবর, জেল হেফাজতে থাকাকালীন যে কোনও দিন গিয়ে জেরা করতে পারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি, নির্দেশ দিয়েছে বসিরহাট মহকুমা আদালত। শেখ শাহজাহানকে জেলে গিয়ে জেরা করতে চেয়ে আজ বসিরহাট আদালতে আবেদন জানায় ইডি। বর্তমানে বসিরহাট জেলে রয়েছেন শেখ শাহজাহান। ইডি সূত্রে দাবি, জমি দখল, ভেড়ি দখল এবং মাছের আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইসিরে দায়ের করা হয়। সেই সংক্রান্ত মামলাতেই আজ শেখ শাহজাহানকে জেলে গিয়ে জেরা করা হবে। অন্যদিকে

এরপর ৩ পাতায়

বিদায়ী সাংসদ বলেন, 'ভোটে লড়ার টাকা নেই বলে এবার টিকিট পেলাম না: অপরূপা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকায় একের পর এক চমক দিয়েছে তৃণমূল । একাধিক কেন্দ্রে গতবারের জয়ী সাংসদের টিকিট দেননি তৃণমূল সুপ্রিমো। কোথাও আবার নয়া মুখকে আনা হয়েছে ময়দানে। আবার কোথাও বাইরে থেকে হায়ার করা হয়েছে প্রার্থী।

তবে হঠাত কেন তিনি টাকার প্রসঙ্গ তুললেন? প্রার্থী করা হলে দল তো তাকে টাকা দিতে সাহায্য করবে। তাহলে কার দিকে ইঙ্গিত করে এমন মন্তব্য করলেন তিনি? এই প্রশ্নের জবাবে অপরূপা বলেন, 'আমরা যখন ভোটে লড়তে যাই, তখন আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে ভোট লড়ার জন্য টাকা বের করতে হয়। দল তো আর সঙ্গে সঙ্গে দেয় না। দলের একটা নির্দিষ্ট প্রসেস আছে।'টিকিট না পাওয়ায় এর আগে একের পর নেতা-নেত্রী দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার অর্জুন সিং এর মতো বিদ্রোহী

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তাঁর প্রচারের প্রথম দিনেই কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে প্রচার শুরু করবেন তিনি। এখানকার প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের প্রচারে গিয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানাবেন।প্রসঙ্গত লোকসভা ভোট যতই এগিয়ে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী দলগুলির ওপর আগ্রাসন নীতি নিয়েছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। বিভিন্ন দুর্নীতির অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিদের লেলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। অরবিনদ কেজরিওয়াল থেকে মহুয়া মৈত্র, কেউই বাদ যায়নি। সেই বিষয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। এব্যাপারে সম্প্রতি তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। তাঁরা কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রচারে বাধা দেওয়ার জন্য তদন্তের নামে রাজ্যের শাসকদলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে। এবার সেই বিষয়গুলি নিয়ে মানুষের দরবারে হাজির হবেন দলের শীর্ষ নেত্রী মমতা। প্রচার সভায় তুলে ধরবেন সেই আগ্রাসন রাজ্যের বঞ্চনার বিষয়গুলি। রবিবার মহুয়ার কেন্দ্র থেকেই সেই প্রচার সভার অভিষেক হবে। দলীয় সূত্রে এমনটাই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী সহ মহুয়ার বিরুদ্ধে মোদী সরকারের কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা নিয়ে রনংদেহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা।

এরপর ৪ এপ্রিল থেকে শুরু হবে লোকসভার প্রথম দফা ভোটের প্রচার। এজন্য ৩ এপ্রিল কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তৃণমূল নেত্রী। এই দফায় প্রচারের প্রথম তিন দিনে তিনি ৬টি জনসভা করবেন। অর্থাত ৪ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিলের এই প্রচার অভিযানে তিনি প্রথম দিন কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে সভা করবেন। পরের দিন ৫ এপ্রিল ফের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে সভা করবেন। এরপর ৬ এপ্রিল বালুরঘাট ও রায়গঞ্জে জনসভা করবেন মমতা। পরের দিন তিনি ফিরে আসবেন দক্ষিণবঙ্গে। সেখানে ৭ এপ্রিল বাঁকুড়া ও ৮ এপ্রিল পুরুলিয়াতে সভা করবেন।

এরপর ৩ পাতায়

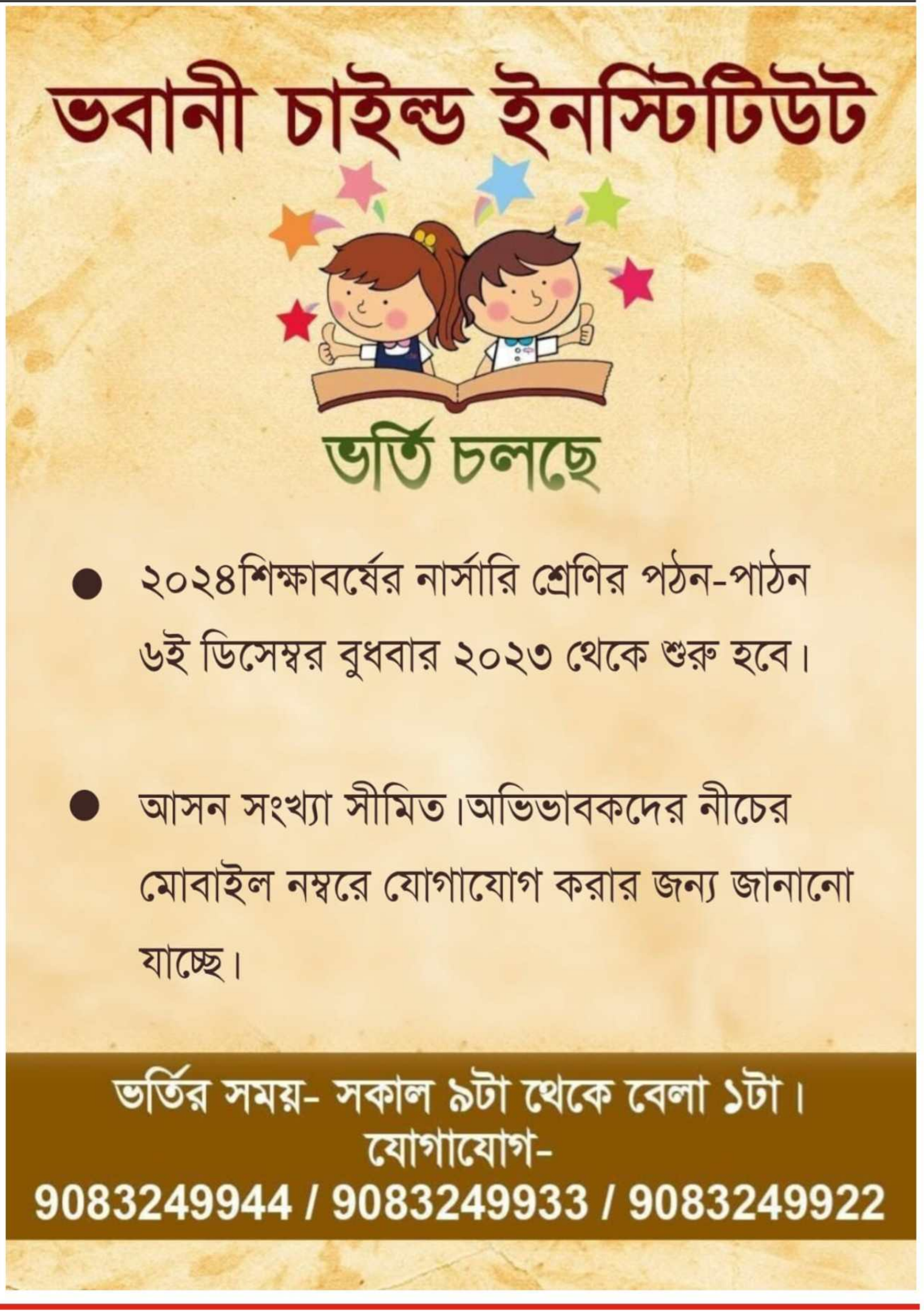

নির্বাচনের আগেই বিতর্কের মুখে কংগ্রেস নেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের আগেই বিতর্কের মুখে কংগ্রেস নেতা। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে কটাক্ষ করতে গিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করে বসলেন কংগ্রেস বিধায়ক। মহিলা প্রার্থীকে কটাক্ষ করতে গিয়ে তিনি বললেন, 'সাধারণ মানুষের সমস্যা কী করে বুঝবে। কথা বলা আলাদা বিষয় কিন্তু ওঁরা শুধুমাত্র রান্নাঘরে রান্না করতে পারে।'প্রসঙ্গত, কর্নাটকের কংগ্রেসের বিধায়ক সামানুর শিবশঙ্করাপ্পা ৯২ বছর বয়সী। দলের সবথেকে প্রবীণ বিধায়ক তিনি। দেবাঙ্গিরি দক্ষিণের পাঁচবারের বিধায়ক তিনি। তাঁর পুত্রবধূ প্রভা মল্লিকার্জুনকে এই লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে।বিতর্কিত মন্তব্যটি করেছেন কর্নাটকের কংগ্রেসের বিধায়ক সামানুর শিবশঙ্করাপ্পা। তাঁর বিজেপির প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন গায়েত্রী সিদ্ধেশওয়ারা। তিনি বিদায়ী সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিএম সিদ্ধেশওয়ারার স্ত্রী। একটি দলীয় বৈঠকেই বিজেপি প্রার্থীকে আক্রমণ করে কংগ্রেস বিধায়ক সামানুর শিবশঙ্করাপ্পা বলেন, "জনসাধারণের সমস্যা বুঝতে অক্ষম বিজেপি প্রার্থী।"

কংগ্রেস বিধায়ক বলেন, "আপনারা সবাই জানেন যে উনি (বিজেপি প্রার্থী) জিতে মোদীজিকে পদ্ম দিতে চেয়েছেন। প্রথমত বলে দিই, দেবাঙ্গিরির সমস্যা বুঝতে হবে।আমরা (কংগ্রেস) এই অঞ্চলে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। কথা বলা এক বিষয়, কিন্তু ওরা শুধু রান্নাঘরে রান্নাই করতে পারে। বিরোধী দলের কোনও ক্ষমতাই নেই জনতার সামনে কথা বলার।"সিদ্ধেশওয়ারার মন্তব্যের জবাবে বিজেপি প্রার্থী গায়েত্রী সিদ্ধেশওয়ারা বলেন, "মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন শুধু রান্নাই করি আমরা এবং সারাদিন রান্নাঘরে থাকি। কোন পেশায় আজ মহিলারা নেই? আজ আমরা আকাশেও উড়ছি। ওই বুড়ো লোকটা জানেন না, আমরা মহিলারা কতটা উন্নতি করেছি। উনি জানেন না যে মহিলারা কতটা ভালবাসা নিয়ে পরিবারের সকলের জন্য রান্না করে।"

তৃতীয় বার গ্রেফতার হলেন শাহজাহান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয় বার গ্রেফতার হলেন শাহজাহান শেখ। প্রথমে রাজ্য পুলিশ, তার পরে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। এ বার তাঁকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে অসহযোগিতার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে শাহজাহানকে। তবে ইডি গ্রেফতার করলেও শাহজাহান আপাতত ইডি হেফাজতে যাচ্ছেন না। শনিবার তাঁকে ফের অ্যারেস্ট করেছে ইডি। অর্থাত, শাহজাহানকে গ্রেফতার বলে দেখানো হয়েছে। আপাতত জেলেই থাকবেন তিনি। তবে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে ইডির।সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা অবশ্য ইডির গ্রেফতারির আগে থেকেই ছিলেন জেলে।চলতি সপ্তাহেই তাঁর সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তার পর থেকে বসিরহাটের জেলে রয়েছেন শাহজাহান। শনিবার তাঁকে জেলের ভিতরেই জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল ইডি। বসিরহাট আদালতের কাছ থেকে সেই অনুমতি পেয়ে দুপুরেই শাহজাহানকে জেরা করতে গিয়েছিলেন ইডির গোয়েন্দারা। কিন্তু বিকেলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ইডির তরফে।

ইডি সূত্রে খবর, শাহজাহানের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তেই শনিবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় শাহজাহানকে। কিন্তু সন্দেশখালির তৃণমূল নেতার কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনও সদুত্তর মেলেনি। রেশন দুর্নীতি ছাড়াও শাহজাহানের বিরুদ্ধে আরও একটি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে ইডি। তদন্তে তারা জানতে পেরেছে ভেড়ির মাছ আমদানি রফতানির ব্যবসাতেও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন শাহজাহান। এ ছাড়া ইডির আইনজীবীর দাবি, শাহজাহানের ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার সম্পত্তিরও হদিস পাওয়া গিয়েছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, গোয়েন্দারা এই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির উতসও জানতে চান। কিন্তু শাহজাহান এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব না দেওয়াতেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে।

একটা নোটিফিকেশন দিক!

বাংলার ৪২ টি লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী তুলে নেব:অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুধু একটা নোটিফিকেশন দিক! বাংলার ৪২ টি লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী তুলে নেব। বিজেপিকে ওপেন চ্যালেঞ্জ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । এবারও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন অভিষেক। গতবারের থেকে এবারের জয়ের মার্জিন আরও বাড়িয়ে তিন লাখের টার্গেট নিয়েছেন।বিজেপি সরকার বাংলার ক্ষমতায় আসলে উন্নয়ন করবে। আর সেই পরিকাঠামো তৈরি করতে কিছুটা সিওময় লাগবে। আর সেই সময় মানুষকে সেই টাকা দেওয়ার কথা বিজেপি বলছে বলেও এদিন দাবি শমীক ভট্টাচার্যের। অন্যদিকে গ্যাস ফ্রি'তেও দেওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, পেট্রোল ডিজেলে সেসটা কেন তুলে নিচ্ছে না সরকার।

এই বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবেদন করার কথাও জানান সাংসদ। বলে রাখা প্রয়োজন, ভোটের আগে কখনও শুভেন্দু অধিকারী তো কখনও সুকান্ত মজুমদারের মুখে উঠে এসেছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের কথা। আর সেই প্রকল্পে ২০০০ আবার কখনও ৩০০০ টাকা দেওয়ারও কথা বলেছেন।সেই মতো নেতা-কর্মীদের ময়দানে নেমে পড়ারও নির্দেশ তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের । প্রচারে নেমে পড়েছেন তিনিও। আজ ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মথুরাপুরে সভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই সভা থেকেই দিল্লির সরকারকে দিলেন চ্যালেঞ্জ।

এদিন অভিষেক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে নিয়েই সমালোচনা করেছেন বাংলার বিজেপি নেতারা। এখন তাঁরাই বাংলায় ক্ষমতায় আসলে লক্ষ্মীর ভান্ডারে তিন হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলছেন।

আর এরপরেই বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বিদায়ী তৃণমূল সাংসদের দাবি, ১৭ টি রাজ্যে বিজেপি কিংবা তাঁদের শরিক দলের সরকার আছে। সেই সমস্ত রাজ্যে সবাইকে ১৫০০ টাকা দিলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। তবে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিজেপি নেতাদের অনুরোধ করব আপনাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার দিতে হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা দিতে পারেন।

কিন্তু গ্যাস ফ্রি করে দেওয়ার কথা বলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। আর তা করে দিলে রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী তুলে নেওয়ার কথাও বলেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্র সরকার শুধু একটা নোটিফিকেশন দিক। আগামী পাঁচ বছর রান্নার গ্যাস ফ্রি। সঙ্গে সঙ্গে ৪২ টি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী তুলে নেব বলে চাঞ্চল্যকর দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপোর।আর এহেন দাবি ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা।

উনি ছাদে দাঁড়িয়ে শেডো প্যাঁকটিশ করছেন! পালটা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ছাদে দাঁড়িয়ে শেডো প্যাঁকটিশ করছেন, আর নিজেকে নিজে চ্যালেঞ্জ করছেন। অন্যান্য রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডারের প্রয়োজন নেই। সেখানে যথেষ্ট কর্মসংস্থান আছে বলেই দাবি বিজেপি নেতার। বাংলার শ্রমিকরা সেই সমস্ত বিজেপি রাজ্যে গিয়ে দিনের পর দিন কাজ করে বলেও দাবি।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের এক ভারতীয় মেধার সাফল্য অভিযান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের এক ভারতীয় মেধার সাফল্য অভিযান। এবার মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অ্যান্ড সারফেসের শীর্ষ পদে বসলেন পবন দাভুলুরি নামের এক ভারতীয় যুবক। এর আগে মাইক্রোসফটের শীর্ষ পদ দখল করেন সত্য নাদেল্লা। গুগলের সিইও হন গুগলের সুন্দর পিচাই। এবার মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অ্যান্ড সারফেসের নিয়ন্ত্রণও পবন দাভুলুরির হাতে। জানা গিয়েছে, শিক্ষাজীবনে পবন আইআইটি মাদ্রাজ থেকে স্নাতক পাস করে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ২০০১ সালে 'রিলায়্যাবিলিটি কম্পোনেন্ট ম্যানেজার' হিসেবে মাইক্রোসফ্টে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ২৩ বছরের কর্মজীবনে কোম্পানির বিভিন্ন পদে থেকেছেন। তিনি পিসি, এক্সবক্স হার্ডঅয়্যার, সারফেস এবং উইন্ডোজ নিয়েও কাজ করেছেন। ২০২১ সালে তিনি উইন্ডোজ এবং 'সিলিকন অ্যান্ড সিস্টেমস ইন্টিগ্রেশন'র কর্পোরেট-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। হার্ড ওয়্যারের পাশাপাশি উইন্ডোজ ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও নেতৃত্ব দেন।পবনের আগে এই পদে ছিলেন প্যানোস কোস্টা পানে। তিনি ১৯ বছর ধরে মাইক্রোসফটে কাজ করেন। অবশেষে গত বছর তিনি এই সংস্থা ছেড়ে দেন।

প্যানোস দায়িত্ব ছাড়ার পর পরই কিন্তু পবন পুরোপুরি দায়িত্ব পাননি। প্যানোসের ছেড়ে যাওয়া দায়িত্ব প্রথমে দুই জনকে ভাগ করে দেওয়া হয়। পবন আর মিখাইলের মধ্যে সেই দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। ওয়েব ও বিজ্ঞাপন বিভাগের সিইও হন মিখাইল পারখিন। সেই সঙ্গে উইন্ডোজের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। আর 'সারফেস' দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় পবনকে। কিন্তু পবনের কর্মদক্ষতা দেখার পর কয়েক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্তের বদল করে এই সংস্থা। আনুষ্ঠানিকভাবে উইন্ডোজ এবং সারফেসের প্রধান করা হয় পবনকে।

অর্জুনের গড়ে পড়ছে পোস্টার,

বাঙালি সংসদ চাই দাবি নিয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০০৯ সাল থেকে ব্যারাকপুর সাংসদ হিসাবে পেয়ে এসেছে অবাঙালিকে। ২০০৯ থেকে ২০১৯, টানা ১০ বছর ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ ছিলেন দ্বিনেশ ত্রিবেদী। উনিশে তাঁকে হারিয়ে জয়ী হন অর্জুন সিং। তিনিও অবাঙালি। তবে তিনি জিতেছিলেন বিজেপির প্রার্থী হয়ে। এবার সেই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল এলাকাজুড়ে শনি সকাল থেকেই বাড়িতে বাড়িতে পড়েছে বড় বড় পোস্টার, 'বাঙালি সাংসদ চাই এবার'।স্বাভাবিক ভাবেই এদিন সকাল থেকেই আমডাঙা থেকে বীজপুর, নৈহাটি থেকে ভাটপাড়া,

এরপর ৩ পাতায়

হিমাচল প্রদেশের বনহা থেকে ভাম্বলা অবধি

মেগা রোড শো করেন 'মণিকর্নিকা'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিনেপর্দার বাইরে রাজনৈতিক ময়দানেও কঙ্গনা রানাউত যেন 'মণিকর্নিকা'। গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীপদ পেতেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। শুক্রবার হিমাচলি ভূমিকন্যা মাণ্ডির মেগা রোড শো থেকেই হুঙ্কার ছাড়েন, 'আমি এখানে হিরোইন নই, আমি মাণ্ডির মেয়ে।' রাজনীতির ময়দানে নবাগতা হলেও কথাবার্তায় কিংবা বডি ল্যাঙ্গুয়েজে, কোনও অংশে যে একজন নেত্রীর তুলনায় কম নন, সেটা ভোট প্রচারের মাঠে ঝাঁজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন কঙ্গনা রানাউত।এদিকে ভোট মিটলেই ফের বক্স অফিসে কঙ্গনা রানাউতের ভাগ্যপরীক্ষা। চলতি বছরের জুন মাসের ১৪ তারিখ রিলিজ করবে অভিনেত্রীর 'এমার্জেন্সি'। যে ছবিতে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে।এদিন হিমাচল প্রদেশের বনহা থেকে ভাম্বলা অবধি মেগা রোড শো করেন 'মণিকর্নিকা'। আর সেখানেই নিজের রাজনৈতিক আদর্শ, অনুপ্রেরণার কথা জানান তিনি। বিজেপির তারকা প্রার্থী কঙ্গনার মন্তব্য, "আমি স্বামী বিবেকানন্দর ভক্ত। উনিই আমার মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়েছেন। সাধগুরুজি, যাঁর অনুপ্রেরণায় আমি কর্মযোগী হয়েছি। আরেকজন মানুষ, যিনি আমার জীবনদর্শনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এঁরাই আমার আদর্শ।"বক্স অফিসে বছরখানেক ধরেই

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

হিমাচল প্রদেশের বনহা থেকে ভাম্বলা অবধি মেগা রোড শো করেন 'মণিকর্নিকা'

মন্দা বাজার যাচ্ছে কঙ্গনা রানাউতের। হিটের মুখ দেখেননি বহুদিন হল! তবে ফিল্মিবাজারের 'ফ্লপ পিচ' থেকে রাজনৈতিক ময়দানে উত্তরণ হতেই যেন ফের রণংদেহি মেজাজে পর্দার 'মণিকর্নিকা'। পয়লা ভোটপ্রচারেই জানিয়ে দিলেন যে, জিতলে কিংবা জনতা চাইলে তিনি পূর্ণসময়ের রাজনীতিক হবেন এবং মাণ্ডির মানুষের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হবেন। কঙ্গনার মন্তব্য, "দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতিতে আসার পরিকল্পনা ছিল আমার। জনতা আমাকে এত ভালোবাসা দিয়ে সফল করেছে, এবার ওদের সেবা করার পালা। নারীশক্তি এবং সমানাধিকারের জন্য লড়াই করার সময় এসেছে এবার। আর সেইজন্যই বিজেপির মতো একটা প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন ছিল আমার। আপাতত রেকর্ড মার্জিনের ভোটে জেতার অপেক্ষায় রয়েছি।" সংসদে গিয়ে মাণ্ডির কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিনেত্রী পদ্মপ্রার্থী।

নির্বাচন প্রক্রিয়া অবাধ ও সুষ্ঠু রাখতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে

নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের অন্যতম অঙ্গ হল সি-ভিজিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচন নিয়ে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে ভারতে নির্বাচন কমিশনের সি-ভিজিল অ্যাপ নাগরিকদের কাছে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠেছে। সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ ঘোষিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ৭৯,০০০ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। এর ৯৯%-এরই মীমাংসা হয়েছে। ৮৯% ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হয়েছে অভিযোগ জমা পড়ার ১০০ ঘণ্টার মধ্যে। সি-ভিজিল অ্যাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, দ্রুততা এবং স্বচ্ছতা। বেআইনি হোর্ডিং এবং ব্যানার নিয়ে জমা পড়া অভিযোগের সংখ্যা প্রায় ৫৮,৫০০ (মোট জমা পড়া অভিযোগের ৭৩%)। ১৪০০-রও বেশি অভিযোগ হল টাকা-পয়সা, উপহার কিম্বা মদ বিতরণ সংক্রান্ত। অভিযোগের প্রায় ৩% (২৪৫৪)সম্পত্তি বিকৃত করে দেওয়ার বিষয়ে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানোর বিষয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে ৫৩৫টি। এর ৫২৯টি ক্ষেত্রে মীমাংসা হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার পর লাউড স্পিকার ব্যবহার করে প্রচার- ইত্যাদি বিষয়ে ১০০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। নির্বাচনে নজরদারির ক্ষেত্রে সি-ভিজিল অ্যাপ চালু করা এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নির্বাচন ঘোষণার সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার এই অ্যাপ ব্যবহার করে আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত ঘটনা কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য ভোটারদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন। সি-ভিজিল ব্যবহার করা সহজ। এর মাধ্যমে নাগরিকরা জেলার কন্ট্রোল রুম, রিটার্নিং অফিসার এবং ফ্লাইং স্কোয়াডের সঙ্গে অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারেন। বাড়িতে বসেই অভিযোগ জানাতে পারেন মাত্র কয়েক মিনিট খরচ করে। জমা পড়া অভিযোগের ক্ষেত্রে একটি ইউনিক আইডি দিয়ে দেওয়া হয় এবং নিষ্পত্তির কাজ কতদূর এগোল তা অভিযোগকারী জানতে পারেন মোবাইল ব্যবহার করেই। সি-ভিজিলকে সফল করে তুলতে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে অডিও, ছবি কিম্বা ভিডিও সংগ্রহ করেন ব্যবহারকারী এবং ১০০ মিনিটের মধ্যে কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। অ্যাপটিতে রয়েছে জিও ট্যাগিং-এর ব্যবস্থা। ফলে ব্যবহারকারী সি-ভিজিল-এ থাকা ক্যামেরা অন করলেই সংশ্লিষ্ট জায়গাটি চিহ্নিত হয়ে যায়। ফলে ভ্রাম্যমান নজরদারি দল সহজে সেখানে পৌঁছে যেতে পারে। সংগৃহীত ছবি আদালতে পেশ করা যায় নথি হিসেবে। পরিচয় গোপন রেখেও অভিযোগ জানাতে পারেন নাগরিকরা। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু রাখার পাশাপাশি ভোটার এবং রাজনৈতিক দলগুলিকেও সহায়তা করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারে কমিশনের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে এই অ্যাপ।

গমের মজুতের পরিমাণ ঘোষণা বাধ্যতামূলক করে নির্দেশ জারি করল সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : খাদ্য সুরক্ষা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারী রুখতে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ব্যবসায়ী / পাইকারি ব্যবসায়ী, খুচরো ব্যবসায়ী এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের পোর্টাল (https://evegoils.nic.in/wheat/login.html)-এর মাধ্যমে মজুত থাকা গমের পরিমাণ ঘোষণা বাধ্যতামূলক করে নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৪-এর ১ এপ্রিল থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হবে এবং তারপর থেকে পরবর্তী নির্দেশ জারি না করা পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার এই মজুতের পরিমাণ জানাতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সব ধরনের গম মজুতের পরিমাণ জানানোর সময়সীমা শেষ হচ্ছে ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে। তারপর থেকে পোর্টালের মাধ্যমে এই গম মজুতের পরিমাণ জানাতে হবে। ইতিমধ্যে চাল মজুতের ক্ষেত্রেও একই ধরনের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যাঁরা এখনও পর্যন্ত পোর্টালে নথিভুক্ত হননি, তাঁদের নথিভুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রতি শুক্রবার গম ও চালের মজুতের পরিমাণ জানাতে বলা হয়েছে।
দেশে দাম নিয়ন্ত্রণ এবং সহজলভ্যতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর গম ও চালের মজুতের ওপর নজর রেখে চলেছে।

'এ রাজ্যে সব প্রকল্পে রাজনীতিকরণ হয়েছে: শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প নিয়ে আজ একাধিক বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তার মধ্যে অন্যতম 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।' এবার কথা হচ্ছে এযে শুধু আজই, তা কিন্তু নয়। লোকসভা ভোটের বছরে পা দিতেই তৃণমূলের প্রায় প্রতিটা সভাতেই এই প্রকল্প নিয়ে বার্তা দিতে শোনা গিয়েছে।এদিন বিরোধী জোট নিয়ে একহাত নেন বিরোধী দলনেতা। বলেন 'দুর্নীতিগ্রস্তদের জোট ইন্ডিয়া জোট। তোষণের রাজনীতি করছে তৃণমূল। ইন্ডিয়া জোট গড়ে মোদিকে উতখাতের ডাক দিয়েছিল। এখন ইন্ডিয়া জোটের লোকেরা নিজেরাই উল্টে গিয়েছেন।' পাশাপাশি, বলেন তিন সপ্তাহের উপরে পার হয়ে গিয়েছে, সিএএ কার্যকরে কারও নাগরিকত্ব গিয়েছে কী? প্রশ্ন তুলেই তিনি বলেন,' সিএএ নিয়ে অপপ্রচার করছে তৃণমূল, ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে।'তবে 'ক্ষমতায় এলেই এই প্রকল্পের ভান্ডারেই অর্থের পরিমাণ বাড়াবে বিজেপি', সম্প্রতি শোনা গিয়েছে শুভেন্দুর মুখ থেকে। আর এখানেই ভোটের আগে কাহানি মে ট্যুইস্ট।বলাইবাহুল্য 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'-য় ফোকাস, নাকি রাজ্যের প্রকল্পকেই তুলে ধরা হবে? ভোটের আগে খুবই বুঝে এগোতে হচ্ছে। যার আভাষ ফের এদিন পাওয়া গেল, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কুলপির জনসভায়, অভিষেকের মুখে। 'কেন্দ্র টাকা না দিলে, টাকা দেবে রাজ্য', এই বক্তবেয়ই থেমে না থেকে, এদিন আরও এগিয়ে গেল শাসকদল । অভিষেক বলেই দিলেন 'আবাসের' টাকাও মেটাবে রাজ্য। এই দর্শনেই তোপ দাগলেন আজ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।
শুভেন্দু সাফ বললেন, 'এ রাজ্যে সব প্রকল্পে রাজনীতিকরণ হয়েছে। কেন্দ্র রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে, সেই টাকা মানুষ পাচ্ছে না। রেশন থেকে শিক্ষক নিয়োগ, সবক্ষেত্রে চুরি হয়েছে।' রাজ্যে কাজ নেই বোঝাতে গিয়ে তিনি বিজেপি শাসিত রাজ্যের ছবি মনে গেঁথে দেন। শুভেন্দুর সংযোজন,'এ রাজ্য থেকে বিজেপি শাসিত রাজ্যে চলে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। এ রাজ্যে কাজ না পেয়ে লক্ষাধিক যুবক বাইরের রাজ্যে চলে গিয়েছেন।'

মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের

হাত ছাড়লেন কেন্দ্রাপাড়ার বিদায়ী সাংসদ অনুভব

ভুবনেশ্বর: নিউজ সারাদিন : রাজ্যে কী আসন্ন বিধানসভা ভোটে বড় অঘটন ঘটতে চলেছে? প্রশ্নটা উঠছে, একের পর এক সাংসদ-বিধায়কের বিজু জনতা দল ছাড়ার হিড়িকে। কয়েকদিন আগেই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন কটকের সাংসদ ভর্তৃহরি মহাতাব ও সিদ্ধান্ত মোহান্তি। আর শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের হাত ছাড়লেন কেন্দ্রাপাড়ার বিদায়ী সাংসদ অনুভব মহান্তি ও প্রাক্তন বিধায়ক আকাশ দাস নায়েক ও প্রিয়দর্শী মিশ্র।কিন্তু ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই ভাঙছে রাজ্যের শাসক দল। কয়েক দিন আগেই বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন কটকের সাংসদ ভর্তৃহরি মহতব। তার পরে দল ছেড়েছেন অভিনেতা-রাজনেতা সিদ্ধান্ত। আর এবার দল ছাড়লেন ওড়িয়া চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় নায়ক তথা কেন্দ্রাপাড়ার সাংসদ অনুভব মহান্তি। এদিন বিজেডির প্রাথমিক সদস্যপদে ইস্তফা দেওয়ার পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'গত চার বছর ধরে এক দমবদ্ধকর পরিবেশে ছিলাম। মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে আসছে। ওই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতেই বিজেডি ছাড়লাম।'
এর মধ্যে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শেষের জন। কেন্দ্রাপাড়ার সাংসদ ও প্রাক্তন বিধায়ক ভবিষ্যত রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি।
ওড়িশায় লোকসভার সঙ্গেই রাজ্য বিধানসভায় ভোট নেওয়া হবে। আর ওই ভোট ঘিরে ক্রমশই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। প্রথমে জল্পনা চলছিল, দীর্ঘ দেড় দশক বাদে ফের জোট বেঁধে ভোটে লড়তে পারে রাজ্যের শাসকদল বিজেডি ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। যদিও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। বিজেপির 'দাদাগিরি' মেনে জোট করতে রাজি হননি বিজু জনতা দল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। ফলে আলাদাভাবেই লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় দুই দল।

১-ম পাতার পর

চাপ আরও বাড়ল শেখ শাহজাহানের

ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্তে সম্প্রতি ফের সন্দেশখালিতে গিয়েছিল সিবিআই। সিবিআই হেফাজতে থাকা সুকোমল সর্দার ও মহিবুর মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।ইডির উপর হামলার ঘটনায় যে ৭জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ, তাঁদের মধ্যে ছিলেন এই দু'জন। পরে সিবিআই এঁদের হেফাজতে নেয়। এদিন স্থানীয় দোকান মালিক সইফুদ্দিন মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গাড়িতে বসে থাকা সুকোমল সর্দার ও মহিবুর মোল্লাকে দেখানো হয় তাঁকে। সূত্রের দাবি,সুকোমল ও মহিবুর শুরু থেকে দাবি করে আসছেন, তাঁরা নির্দোষ। তাঁদের ফাঁসানো হয়েছে। সেই তথ্য যাচাইয়ের পাশাপাশি, হামলায় আর কেউ জড়িত কিনা তা শনাক্ত করতেও এদিন ধৃতদের এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।

১-ম পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

সম্প্রতি মহুয়া মৈত্রর একাধিক বাড়ি ও দলীয় অফিসে তল্লাশি চালায় সিবিআই। কলকাতার বাড়ি সহ চার জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় তাঁর সাংসদ পদও চলে যায়। এথিক্স কমিটির সুপারিশে বাতিল করা হয় তাঁর সাংসদ পদ। তবে কেন্দ্র সরকারের এই পদক্ষেপের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন মমতা। সাংসদ পদ বাতিল সত্ত্বেও কৃষ্ণনগরে ফের তাঁকে জোড়াফুলের প্রার্থী করেছে তৃণমূলের হাই কম্যান্ড। এবার সেই কেন্দ্রেই মহুয়ার হয়ে প্রচার শুরু করবেন মমতা।

১-ম পাতার পর

বিদায়ী সাংসদ বলেন, 'ভোটে লড়ার টাকা নেই বলে এবার টিকিট পেলাম না: অপরূপা

মেজাজে যোগ দিয়েছেন অন্য দলে। এসবের মধ্যেই এবার টিকিট না পাওয়ায় বিস্ফোরণ ঘটালেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ অপরূপা পোদ্দার।
গতবারের বিজয়ী সাংসদ। এলাকায় তার বিরাট দাপট। যে কোনো সভা, কর্মসূচী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী তিনি। কিন্তু এবার আর আরামবাগ লোকসভা আসনে তাকে টিকিট দেয়নি দল। আর টিকিট না পেয়ে এত দিনে মুখ খুললেন অপরূপা পোদ্দার। বিদায়ী সাংসদ বলেন, 'ভোটে লড়ার টাকা নেই বলে এবার টিকিট পেলাম না।'
তিনি আরও বলেন, 'আমি কেন টিকিট পেলাম না, তার উত্তর দিতে পারবেন হুগলির এক অভিজ্ঞ সাংসদ ও ২ মন্ত্রী। আমার যে ভোটে লড়ার মতো টাকা নেই, সেকথা হুগলির এক সাংসদ ও ২ মন্ত্রী জানতেন। তারাই হয়তো সেটা গিয়ে দিদিকে বলেছেন। আমি হয়তো যোগ্যই ছিলাম না, তাই টিকিট পাইনি।'
প্রসঙ্গত, এবার অপরূপার বদলে মিতালী বাগকে ওই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। তবে এই পরিস্থিতিতে কোন সাংসদ বা মন্ত্রীর কথা বললেন তিনি? তাহলে কী তার নিশানায় হুগলির শ্রীরামপুরের সাংসদ ও তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও মন্ত্রী বেচারাম মান্না? যদিও নিজের কথায় কারও নাম উল্লেখ করেননি অপরূপা।

২ পাতার পর

অর্জুনের গড়ে পড়ছে পোস্টার, বাঙালি সংসদ চাই দাবি নিয়ে

নোয়াপাড়া থেকে ব্যারাকপুরে যে ভাবে বাড়িতে বাড়িতে 'বাঙালি সাংসদ চাই এবার' পোস্টার পড়েছে তাতে অর্জুনের সিংয়ের কাছে কখনই সুখানুভূতি এনে দেবে না। এলাকার অভিজ্ঞদের দাবি, যে মেশিনারির ওপর ভর দিয়ে অর্জুন উনিশের ভোটে জিতেছেন, সেই মেশিনারি এখন তৃণমূলের হাতে। সেই জন্যই একুশের ভোটে বিজেপি ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে থাকা অর্জুনের নিজের এলাকা ভাটপাড়া ভিন্ন আর কোথাও জিততে পারেনি। অর্জুন নিজেও বিজেপি প্রার্থীদের জেতাতে পারেননি। সেই মেশিনারি যে এখনও তৃণমূলের হাতেই রয়েছে তারই নমুনা এই পোস্টার। তাঁরাই পার্থকে জেতাতে বাঙালি আবেগ উস্কে দিয়ে এই পোস্টার ছড়িয়ে দিয়েছেন বাড়িতে বাড়িতে। অনেকের অভিমত এর পিছনে কাজ করছে বাংলা পক্ষ'র মতো সংগঠনও। সব মিলিয়ে বাঙালি ভোট এবার এককাট্টা হতে চলেছে বিজেপির বিরুদ্ধে, অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে।লক্ষ্য যে তৃণমূল প্রার্থী প্রার্থ ভৌমিক সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। কেননা অর্জুন এবারেও বিজেপির টিকিটেই ব্যারাকপুরের ভোটে দাঁড়িয়েছেন। যদিও তাঁর ওপর ভরসাই নেই খোদ বিজেপির একশ্রেনীর নেতাকর্মীদের। তাঁরা কার্যত বসেই গিয়েছেন। তবুও যে অর্জুন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের শেষ কথা হয়ে উঠেছিলেন, সেখানেই যদি শয়ে শয়ে বাড়িতে পোস্টার পড়ে 'বাঙালি সাংসদ চাই এবার', তাহলে ধরে নিতেই হয় এই লড়াই এখন আর শুধু রাজনীতির ময়দানে দাঁড়িয়ে নেই। এর অন্দরে রয়েছে বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্ব।আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া এবং ব্যারাকপুর - এই ৭ বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের গঠন। উনিশের ভোটে এই ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া ও জগদ্দল থেকে লিড পেয়েছিলেন অর্জুন। শেষমেষ ১৪ হাজার ভোটে জিতে যান তিনি। এর মধ্যে তাঁর নিজের এলাকা ভাটপাড়া থেকে তিনি প্রায় ৩০ হাজার ভোটের লিড পেয়েছিলেন যা তাঁকে জয়ের মুখ দেখিয়েছিল। একই সঙ্গে একটা আবেগও কাজ করেছিল সেবার। অর্জুন দীর্ঘদিনের তৃণমূল নেতা। দলের অতিবড় দুর্দিনেও তিনি দল ছাড়েননি। কিন্তু দল তাঁকে ব্যারাকপুরের সাংসদ করতে চায়নি। তার জেরেই অর্জুনের দলত্যাগ। কিন্তু তার জেতার পরে ভাটপাড়ায় যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে সেই ঘটনার ক্ষত আজও বয়ে নিয়ে চলেছে সমগ্র ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল। তারপর থেকেই এই শিল্পাঞ্চলে প্রকট হয়েছে বাঙালি আর অবাঙালির লড়াই। একদিকে বাংলা ভাষী মানুষ অপরদিকে হিন্দি ভাষী মানুষ। পরিসংখ্যান বলছে, ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটার হিন্দিভাষী। বাকি ৫০ শতাংশ বাঙালি।১০ শতাংশ উর্দু ভাষী।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে বিজেপির ৮ প্রার্থী

ইটানগর,৩০ মার্চ : নিউজ সারাদিন : বিধানসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে বিজেপির ৮ প্রার্থী । মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল হওয়ার কারনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন তারা জিতে গেছে বলে জানা গেছে । অরুণাচল প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু তাওয়াংয়ের মুক্তো বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন।অন্য সাতজন বিজেপি প্রার্থী যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন তারা হলেন, জিরো থেকে হাগে আপা, রোয়িং থেকে মুচ্চু মিথি, সাগালি থেকে রাতু তেচি, ইটানগর থেকে তেচি কাসো, তালি থেকে জিকে টাকো, হায়ুলিয়াং থেকে দাসাংলু পুল এবং তালিহা থেকে নিয়াতো দুকাম। ভোটের আগেই এই ফলাফল কংগ্রেসের জন্য একটা বড় ঝটকা বলে মনে করা হচ্ছে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা ৩১ মার্চ, ২০২৪ রবিবার ১৭ চৈত্র, ১৪৩০

হিংসার রাজনীতিক গ্রাম গঞ্জে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

অর্থনীতি টিকে আছে। তাহলে সে কি আলোকিত মানুষ নয়? আসলে এর দার্শনিক ব্যাখ্যা কী?মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ কথা বলতে জানে। বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের তফাত এখানেই। মানুষ যখন কথা বলে তার সব কথাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ কিছু কথা বলে কিছু কথা না বলার জন্য। অর্থাৎ একটা কথা বলবে না বলেই একটা কথা বলছে। তার মানে, মানুষ কথা বলছে কথা বলার জন্য এবং কথা চাপা দেওয়ার জন্য। দু'ভাবেই কথা বলে মানুষ। কাজেই আলোকিত মানুষ ব্যাপারটাও কথা না বলার জন্য একটা কথা। যে শস্য উৎপাদন করে সে তো নিজেই আলোকিত। সে আলো ছড়ায়। তাকে যদি এসব কথা বল, সে শুনে বলবে, তাকে বুঝি ঠাট্টা করা হচ্ছে। বলা উচিত, এমন একটা মানুষ দরকার যে আলো ছড়িয়ে দিতে পারে। যেমন সলিমুল্লাহ খান খুব মজা করে বলেছেন, তাহলে কি আমরা 'লোক' থেকে 'অলৌকিকে' যাব, 'আলো' থেকে 'আলৌকিকে' যাব? আসলে এসব 'আলোকিত মানুষ' একটা উপমা, মেটাফোর। মেটাফোরের অর্থ নানাভাবে করা যায়। আলোকিত লোক ছাড়া সমাজের উন্নতি হবে নাথ এ কথা দিয়ে তো নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। এসব কথা আমি বলিও না কখনও।তার মানে, সর্বক্ষেত্রে বই মানুষকে আলোকিত করে না?সেটা বলা মুশকিল। বর্তমান আমরা যুব সমাজটা যা দেখছি তাই শিখছি,কি দেখছি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে হিংসা খুনোখুনি অবিচার নোংরামি রাজনীতি ।আর লোক দেখানো অন্যায়ের প্রতিকার এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবিতে যেমন কথাবার্তা চলে, সেই রকম এই অন্যায়ের প্রতিকার অন্বেষণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিরন্তর প্রয়াস কথোপকথনের প্রক্রিয়াকে দ্বন্দ্বদীর্ণ করে তোলে। পশ্চিবঙ্গের বর্তমান শাসকরা সদ্য ক্ষমতায় এসেছেন। রাতারাতি চমকপ্রদ কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। জনসাধারণ সে আশাও করে না। কিন্তু নতুন শাসকরা কথোপকথনের এই রাজনীতির সমস্যা এবং প্রতিকূলতার কথা ভেবে রেখেছেন কি?আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গ এক ছোট আকারে হলেও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সমাজের নিচু স্তর থেকে তথাকথিত অল্পশিক্ষিতরা রাজনৈতিক নেতৃত্বে উঠে আসছে। মেয়েদের উৎসাহ জেগেছে ব্যাপক ভাবে। বাঙালি ভদ্রলোকেরা আশাহত। আর এ-ও লক্ষ করার মতো: সাম্প্রতিক কালে বাঙালির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এ রকম ভাবে এক জনের ওপর এত নির্ভর করেনি।আজ নির্ভরতার কারন কি? আমাদের অনেকের কাছে অজানা! আমার নিজের এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে বোধগম্য হয়নি ।তবে বর্তমানের রাজনীতির ইতিহাস লেখাও শক্ত। ইতিহাস লিখতে গেলে যে প্রয়োজনীয় এবং নিরাপদ দূরত্ব লাগে, তার সুযোগ এখানে নেই। পরে ইতিহাসবিদরা তাঁদের কাজ করবেন, কিন্তু রাস্তাঘাটে, সমাবেশে, বৈঠকে সাধারণ বাঙালি ইতিমধ্যে ইতিহাসচর্চা শুরু করে দিয়েছে। দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের স্বরূপ নিয়ে যে যার মতো পরিবর্তনের ইতিহাস সাজাচ্ছেন। এই ইতিহাস নিজেকে জড়িয়ে আমরা যে কাল পেরিয়ে এসেছি, পেরোচ্ছি, আমরা কী করে চালিত, শাসিত হতাম, আর আজ কী করে হব, তার কথাকাহিনি। বর্তমানকে ঘিরে এই ইতিহাসচর্চায় আত্মপ্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। আর যাই হোক , যারা এই বাংলায় নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃত সৃষ্টি করতে চাইছে, তাদের প্রতি অবিচার অন্যায় অত্যাচার সবই হবে। প্রয়োজনে তাদের খুন হতে পারে, আজকের বাংলায় এই হিংসার রাজনীতি চর্চা জর্জরিত। পাওয়ার আশায় যাঁরা অপেক্ষা করে আছেন নতুন এক আরম্ভের জন্য, তাঁদের অবশ্যই অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করতে হবে। দেখতে হবে বোবা করে দেওয়া রক্তঝরা অনেক কঠিন মুহূর্ত। দেশে এবং বিশ্বজুড়ে। কোথাও পেশোয়ারের স্কুলে বাচ্চা ছেলেদের খুন করা হবে ইসলামের নামে তো কোথাও ড্রোন হামলায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই কাজ করবে নিজেদের বাড়িয়ে তোলা মৌলবাদকে ধ্বংস করার নামে। কোথাও জামাতী ইসলামী কাফের এর কল্লা নামাবে বা ইসলামিক স্টেট, বোকো হারাম, আল কায়দা, তালিবানরা গুঁড়িয়ে দেবে সভ্যতার চেনা যাবতীয় ছককে তো কোথাও ঘটানো হবে গুজরাট ২০০২ বা মুসলিম সংখ্যালঘু সংঘারের স্টেট স্পনসর্ড টেররিজম। এর থেকেও বেশি নিজে উপলব্ধি করতে পারবে, নিজের জীবনের প্রতি যে অবিচার অন্যায় অত্যাচার প্রয়োজনে খুন করে দিতে পারে। রাজনীতির এই কুসংস্কার ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার মতন, এমন কোন রাজনীতিবিদ এই বাংলার বুকে আজো পর্যন্ত এসেছে কিনা আমার জানা নেই। এই জঘন্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই রাস্তা পরিবর্তন।আমি রাজনীতির পরিবর্তনের কথা বলছি না। বলছি নিজের আত্মা শুদ্ধিকরণের পরিবর্তন, যে পরিবর্তন করলে মানুষ নিজে থেকে সূতরে যাবে। সেই পরিবর্তন যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণে হিংসার রাজনীতি এই বাংলাতে হয়তো বন্ধ হবে না। আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে আত্ম লোভী মনোভাব নিয়ে, একে অপরের উপরে হিংসার বাতাবরণে ছড়িয়ে দিচ্ছি।

তবে একসময় মনে করা হয়েছিল আমাদের এই সময়টা সামন্ততন্ত্র, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান সহ সমস্ত অধিবিদ্যার দর্শন ও তার যেন বা ক্রম হ্রাসমান সামাজিক প্রভাবকে ধীরে ধীরে পরাভূত করে সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞান মনস্কতা, হেতুবাদী দর্শনের পথে এগিয়ে যাবে। জীবনানন্দের ভাষায় বলতে গেলে "এ পথে আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে"। হতে পারে "সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ," কিন্তু হবে, একদিন হবে। এই স্বপ্নকে ভেঙে দিয়ে বাস্তবে অবশ্য বিপরীত ঘটনাগুলোকেই চোখের সামনে দেখতে দেখতে আমরা বেড়ে উঠলাম। গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে যেন ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গর মধ্যে দিয়ে প্রগতির বিপরীত পথে যাত্রা শুরু হল। বিশ্বজুড়ে এবং আমাদের দেশেও। সোভিয়েত সমাজবাদের পতন হল, বার্লিনের প্রাচীর ধ্বসে পড়ল, ওয়াশিংটন কনসেন্সাস ও বিশ্বব্যাঙ্ক আই এম এফ চালাতে লাগলো কর্পোরেট ঘরানার মুনাফা সর্বস্ব দুনিয়ার অর্থনীতি, ধারা পাল্টালো মাও সে তুং-এর চিনও, ইরান সহ নানাদেশে ইসলামিক বিপ্লব হল, মুক্তিযুদ্ধে জন্ম নেওয়া ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষিত হল ইসলাম আর ভারতে বাবরি মসজিদকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হল, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করল হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে নয় দশক অতিক্রম করা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের রাজনৈতিক মুখ ভারতীয় জনতা পার্টি।সব কিছুই যেন একটা বিভেদের রাজনীতি, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ রাজনীতি। এই ধর্মকে ভিত্তি করে রাজনীতি করতে গিয়ে ভারতবর্ষে সংস্কৃতিকে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি অসুস্থ রাজনীতির থেকে আমরা দূরে সরে চলে যাচ্ছি। বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের থেকে একটু অন্যরকম। সেটা এই লেখার মধ্যে একটু ব্যাখ্যা না দিলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই বাংলার জন্য। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবাংলায় যে প্রশাসনব্যবস্থা শুরু হয়, তার কিছু কিছু অভিনব দিক ছিল। সর্বাপেক্ষা অভিনব দিক ছিল সমাজে হিংসা কমানো। এক নতুন বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজ নির্মিত হল নানা দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। স্বল্প কিছু অধিকার সীমিত ভাবে স্বীকৃত হল। ভাগচাষির অধিকার, শ্রমিকের সংগঠনের অধিকার, এই সীমাবদ্ধ অধিকারের অন্যতম ফ্রন্ট ছিল এই রকমই এক শাসনকৌশল। ভোটের অঙ্ক ছাড়াও মিলেমিশে শাসন করার এটা ছিল এক নতুন রীতি। তেমনই দল দিয়ে প্রশাসনকে শক্ত করা ছিল অন্য এক রীতি বা কৌশল। এই সব কৌশল দিয়ে হিংসা প্রশমিত হল। কিন্তু হিংসা নিয়ন্ত্রণের নামে বন্ধ করা হল অন্যায়ের প্রতিকার। বিগত যুগের কোনও অন্যায়ের প্রতিকার হল না। অন্যায়কর্মে যুক্ত আমলা, পুলিশ অফিসার, রাজনীতিবিদ সবারই নতুন সৌরমণ্ডলে স্থান হল। এই নতুন দেওয়া-নেওয়া, শাসনের সম্পদ ভাগাভাগি করে খাওয়া, পান্ডে শেঠ মাস্টার ইত্যাদিদের দিয়ে শাসন বলবৎ রাখা, দাতাগ্রহীতা সম্পর্কে গ্রামবাংলাকে বেঁধে রাখা এ রকম বহু উপায়ে এই নতুন শাসনরীতি আমাদের ওপর চালু হল। শাসন মেনে নাও, চেষ্টা করব যাতে তুমিও কিছু পাও, কিন্তু প্রতিবাদ কোরো না, অধিকারবোধে জেগে উঠো না, তা হলে শাস্তি অনিবার্য এই ভাবে বাংলা চালিত হল। এই বিষবৃক্ষের ফল রাজারহাট, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, জঙ্গলমহলে বহু হত্যা আর নির্বিচার নিপীড়ন। রাজনৈতিক সমাজ নির্মিত হয়েছে, গণতন্ত্র প্রসারিত হয়েছে এই কায়দায়। এই সর্বব্যাপী হিংসাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তো ১৯৭৭-এ পরিবর্তন আসেনি। এ সবের ইতিহাস কেমন ভাবে ২০০৬ থেকে ২০১১ এই পাঁচ বছরের ঘনীভূত সংঘর্ষকালে পরিণত হল, তার জন্য পুরনো বছরগুলোর নানা ঘটনাকে দিকচিহ্ন হিসাবে বুঝতে হবে। ভিখারি পাসওয়ানের অন্তর্ধান হোক আর পটু মুড়ার অনাহার মৃত্যু হোক তার নানা স্বাক্ষর এখনও সমাজে রয়েছে। এই সব ঘটনা নানা দিক থেকে তার পরিণতিসূচক স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, এই সব স্বাক্ষর জনচৈতন্যে আছে। সেই দিকচিহ্নগুলিকে খোঁজার দক্ষতা থাকলে গত তেত্রিশ বছরের শাসনের অকথিত ও অর্ধকথিত ইতিহাস বোঝা যাবে। এটা শুধু বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় নয়। গণতন্ত্রের একটা বড় দিক তার আত্মচৈতন্য।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কুয়ালালামপুরে একটি হোটেল থেকে

অস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মালয়েশিয়ায় কুয়ালালামপুরে একটি হোটেল থেকে অস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তি ইজরায়েলি গুপ্তচর বলে মনে করছে মালয়েশিয়া পুলিশ। তবে ঠিক কারণে ওই ইজরায়েলি নাগরিক মালয়েশিয়ায় এসেছে, পুলিশ তা বোঝার চেষ্টা করছে।উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে কুয়ালালামপুরে এক প্যালেস্টাইন বিজ্ঞানীকে গুলি করে হত্যা করে দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। পরে হামাস গোষ্ঠীর তরফে জানানো হয়েছিল, ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা ওই বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে। যদিও ইজরায়েলের তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।মালয়েশিয়া পুলিশের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত বুধবার জালান আমপাংয়ের একটি হোটেল থেকে ছয়টি হ্যান্ড গান ও দুশোটি গুলি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, গত ১২ মার্চ ওই ব্যক্তি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে মালয়েশিয়ায় আসে। সেইসময় তিনি একটি জাল ফরাসি পাসপোর্ট ব্যবহার করেছিলেন। তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে, ধৃত ব্যক্তি পারিবারিক বিরোধের কারণে অন্য ইজরায়েলি নাগরিককে খুঁজতে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করেছিল। তবে ধৃত ব্যক্তির ওই বক্তব্য বিশ্বাস করছে না পুলিশ। আটক ব্যক্তি ইতিমধ্যে ইজরায়েলি পাসপোর্ট হস্তান্তর করেছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, মালয়েশিয়া থাকাকালীন একাধিক হোটেল পরিবর্তন করেন ওই ব্যক্তি। এর আগে সন্দেহভাজন ওই ইজরায়েলি নাগরিককে অস্ত্র সরবরাহ ও গাড়ি চালক হিসাবে কাজ করার অভিযোগে গত শুক্রবার তিন জনকে মালয়েশিয়ার নাগরিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই তিন জন মালয়েশিয়ার নাগরিকের মধ্যে এক দম্পতিও রয়েছে। দম্পতির গাড়ি থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ইতালির রোমে এফএও-র সদর দপ্তরে মুখোমুখি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ ২০২৩-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান

ইতালির রোমে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও-র সদর দপ্তরে গত ২৯ মার্চ ২০২৪ আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা মুখোমুখি এবং ভার্চুয়ালি, দু-ভাবেই উপস্থিত ছিলেন। এতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব শ্রীমতী মনিন্দর কাউর দ্বিবেদী। তাঁর বক্তব্যে শ্রীমতী দ্বিবেদী ভারতে মিলেটের প্রসারে বিভিন্ন স্টার্টআপ, শিল্পমহল, কৃষক উৎপাদক সংস্থার ভূমিকা তুলে ধরেন। উদ্বোধনী ভাষণে এফএও-র মহাসচিব ডঃ কিউ ডঙ্গু সবার জন্য খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মিলেটের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং মিলেটের প্রসারে দায়বদ্ধতা দেখানোর জন্য আন্তর্জাতিক মহলের প্রশংসা করেন। নাইজেরিয়ার মন্ত্রী এবং এফএও-তে সেদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী ইয়াইয়া আদিসা ওলাইতান ওলানিরান মিলেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে নাইজেরিয়ায় সুস্থিত ভাবে মিলেট চাষের যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেসম্পর্কে জানান। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মিলেট নিয়ে যেসব উদ্যোগ ও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার একটি ভিডিও প্রদর্শিত হয়। সমাপ্তি ভাষণে এফএও-র উপ মহাসচিব শ্রীমতী বেথ বেচডল আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষের সাফল্যের জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। ভবিষ্যতেও মিলেটের জনপ্রিয়তার প্রসারে উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ভারতের প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ সভা ২০২১-সালের মার্চ মাসে ৭৫তম অধিবেশনে ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ভারতের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিল ৭০টিরও বেশি দেশ। বর্ষব্যাপী এই উদযাপনে মিলেটের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ও পুষ্টিগত সুফল নিয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠে, প্রতিকূল ও পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতিতেও যে সহজে মিলেট চাষ করা যায়, সবাই তা জানতে পারেন। উৎপাদক ও ভোগকারীদের জন্য একটি সুস্থিত বাজার গড়ে তোলার সুফল নিয়েও আলোচনা হয়। সারা বছর ধরে অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য ও শিক্ষা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ফিরে দেখা হয়। সেই সঙ্গে চিহ্নিত করা হয় ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে মিলেটের মূল্যশৃঙ্খল গড়ে তোলা ও তা শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে মিলেটের গুরুত্ব নিয়ে অনুষ্ঠানে মূল্যবান আলোচনা হয়। আইসিএআর - আইআইএমআর-এর অধিকর্তা ড. সি তারা সত্যবতী মিলেটের শক্তিশালী মূল্যশৃঙ্খল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতের গবেষণা কাজের ওপর আলোকপাত করেন। মিলেট থেকে তৈরি বিভিন্ন পণ্যের একটি প্রদর্শনী এবং সেগুলির রান্নার একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বলাই তীরখী সাদরি ভাষার অক্ষর তৈরি করেছিলেন আদিবাসীদের। তবে এসব কথা আমার বলার বিষয়বস্তু নয় আদিবাসীদের দেবতা প্রসঙ্গে লেখার বিষয়বস্তু আজ। সাঁওতাল নামে এঁদের পরিচিতি পরে হয়েছে, আদিতে সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, মাহালি সবাই এরা পরিচিত ছিল খেরওয়াল গোষ্ঠী হিসাবে। পরে অনেক ছোট ছোট গোষ্ঠী খেরওয়াল গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তোলে, অনেকে হিন্দুও হয়ে যান।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

গৌরিকে বিয়ে করতে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন শাহরুখ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি বলিউডে-র এক নম্বর দম্পতি হিসাবে পরিচিত শাহরুখ খান ও গৌরী খান দম্পতি। প্রায় ৩০ বছরের দাম্পত্য-জীবন তাদের। তবে শাহরুখ-গৌরীর প্রেম-কাহিনি এখন অনেকেরই জানা। এমনকি, তাদের দাম্পত্য জীবনের গল্প একাধিক বার অনুরাগী-দের সামনে উঠে এসেছে। পাঞ্জাবি পরিবারের মেয়ে গৌরী ও মুসলিম পরিবারের ছেলে শাহরুখ খান। তবে ধর্ম কোনো দিনই তাদের ভালবাসায় অন্তরায় হতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম ছেলে শাহরুখের সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি ছিল গৌরীর পরিবারের। সেই সময় উপায় বার করেন যুগল। হিন্দু হওয়ার জন্য নাম বদলে রাখা হয় অভিনব।

ভিন্নধর্মের ছেলে শাহরুখ। অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছা যে ছেলের, তার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হবেন না বাবা-মা, ধরেই নেন গৌরী। সেই সময় ২৬-এ পা দিয়েছেন শাহরুখ, গৌরী তখন ২১। সেই সময় পরিবারে সঙ্গে শাহরুখের আলাপ করান অভিনব নাম করেই। যাতে বাড়ির লোক ভাবেন, তিনি হিন্দু। গৌরীর কথায়, মা-বাবা যাতে রাজি হন, সেই কারণেই শাহরুখকে হিন্দু সাজিয়ে নিয়ে যায়। যদিও পরে সবাই সবটা জানতেই পারেন। আসলে পুরো ব্যাপারটাই শিশুসুলভ ব্যাপার।

গৌরী বা শাহরুখ, দু'জনেই একে অপরের ধর্মকে সম্মান জানান। কেউ কাউকে কোনো কিছুতে জোরাজুরি করেননি এখনো পর্যন্ত। আর বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে যতটা ভালবাসা ও আদর শাহরুখ পান, গৌরী নিজেও বাবা-মায়ের থেকে তা পান না। এ কথা নিজেই স্বীকার করেছেন অভিনেতা। এ ভাবেই তিন সন্তান নিয়ে ৩০ বছরের দাম্পত্য শাহরুখ-গৌরীর।

বাবা হতে না পেরেও আক্ষেপ নেই; মুখ খুললেন অভিনেতা শুভাশিস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় বাংলা সিনেমার তুমুল জনপ্রিয় কমেডিয়ান অভিনেতা শুভাশিস মুখার্জি। পর্দায় তার উপস্থিতি মানেই ছিলো দমফাটানো হাসির রোল। রুপালি জগতের এই রঙিন মানুষের হৃদয়েও জমে আছে একরাশ বিষণ্নতা। বিয়ের ৩৮ বছর পার হলেও বাবা হতে পারেননি এই অভিনেতা। সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যম টিভি নাইনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন শুভাশিস।

আলাপচারিতায় বিষণ্নতা বা পূর্ণতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নিজের দুঃখটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন এই অভিনেতা। শুভাশিস মুখার্জি বলেন, 'আমি সন্তানের বাবা হতে পারিনি তো কী হয়েছে! এই নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই। দিব্যি আছি আমি আর ঈশিতা।' শুভাশিস মনে করেন একজন আদর্শ জীবনসঙ্গী থাকা খুব দরকার। তার সেই আদর্শজীবন সঙ্গী হলেন তার স্ত্রী ঈশিতা।

শুভাশিস মুখার্জি ১৯৮৬ সালে ঈশিতা মুখার্জিকে বিয়ে করেন। পরিচয় এবং প্রেমপর্ব মিলিয়ে প্রায় ৪ দশকের সম্পর্ক এ দম্পতির। প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণ করে শুভাশিস বলেন, 'কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনে একটি নাটক করতে গিয়ে ঈশিতার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপর বন্ধুত্ব এবং প্রেম। পরে আমরা বিয়েটাও করলাম।' স্ত্রীর প্রশংসা করে শুভাশিস মুখার্জি বলেন,ওওর মতো মেয়ে হয় না। আমি ওকে পেয়ে সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।'

চুপিসারে কেন এই কাজ করলেন তাপসী পানু!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি বলিউড ও দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাপসী পানু। অবশেষে সাতপাকে বাঁধা পরলেন তিনি।

চুপিসারে কেন এই কাজ করলেন তাপসী পানু!

দীর্ঘ দিনের প্রেমিক ডেনিস ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ম্যাথিয়াস বোয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। ভারতের রাজস্থানের উদয়পুরে গত ২৩ মার্চ পারিবারিক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে এই আয়োজন করা হয়।

ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ের পর্ব সম্পন্ন করেছেন তাপসী-ম্যাথিয়াস জুটি। এ সময় পরিবারের সদস্য ও তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। বলিউড তারকাদের মধ্যে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ, প্রযোজক কণিকা ধিলোন।

নিজেদের বিয়ে নিয়ে তাপসী এখনো কোনো মন্তব্য করেননি। তবে বিয়ের বেশকিছু ছবি ম্যাথিয়াস ও তাপসীর বন্ধুরা নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। যা এখন ভাইরাল। ছবিতে দেখা যায় ম্যাথিয়াস ও তাপসীর বন্ধুদের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রীর ছোট বোন শগুন পানুও উপস্থিত হয়েছেন। এসময় সবার গায়ে কালো রঙের পোশাক দেখা যায়।

খুব শিগগির তাপসী পান্নু মুম্বাইয়ে একটি পার্টির আয়োজন করবেন। আর এতে বন্ধু ও সহকর্মীদের নিমন্ত্রণ জানাবেন তিনি। পরিবারের পক্ষ থেকে এমনটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

১০ বছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্কে রয়েছেন তাপসী-ম্যাথিয়াস। মাঝে নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি হুট করেই সামনে নিয়ে আসেন এই অভিনেত্রী। এবার তাদের বিয়ের খবর আসলো গণমাধ্যমে।

নিখুঁত ফিগার বাণী কাপুরের পোজে উত্তেজিত নেট দুনিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি, বলিউডের অভিনেত্রী বাণী কাপুরের হট স্টাইল সম্পর্কে সকলেই জানেন। বাণী কাপুরের প্রতিটি স্টাইলই মানুষের মনে তোলপাড় করে। কিন্তু তার সৌন্দর্যের জাদু থামার নাম নিচ্ছে না।

বর্তমানে তার সাহসিকতা সব সীমা অতিক্রম করছে। অভিনেত্রী সাম্প্রতিক ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করছে।

আবারো লেটেস্ট ফটোশুট করে রাতের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছেন বাণী। গোলাপি রঙের থাই স্লিট পোশাক পরে বাণী কাপুরকে অসাধারণ সুন্দরি দেখাচ্ছে। বাণীর পোজে উত্তেজিত সবাই।

বাণী কাপুরের এই সাম্প্রতিক ছবিগুলি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। কেউ তাকে হট বলছে আবার কেউ বাণীর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না। যদিও, এটাই প্রথমবার নয় যে বাণী এমন সাহসী অবতার দেখিয়েছেন। তিনি প্রায়ই এই স্টাইল দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলেন।

বাণী তার নিখুঁত ফিগার দেখানোর কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেন না। নিজের জিম লুকে এবং ফ্যাশনেবল লুক সব সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন তিনি। বাণীর প্রতিটি স্টাইলই তার ভক্তরা খুব পছন্দ করেন।

একই সময়ে, বাণীকে শুধুমাত্র আধুনিক বা স্টাইলিশ পোশাকেই নয়, ভারতীয় লুকেও সুন্দরি দেখাচ্ছে।

অবশেষে বচ্চন পরিবারে স্বস্তি!

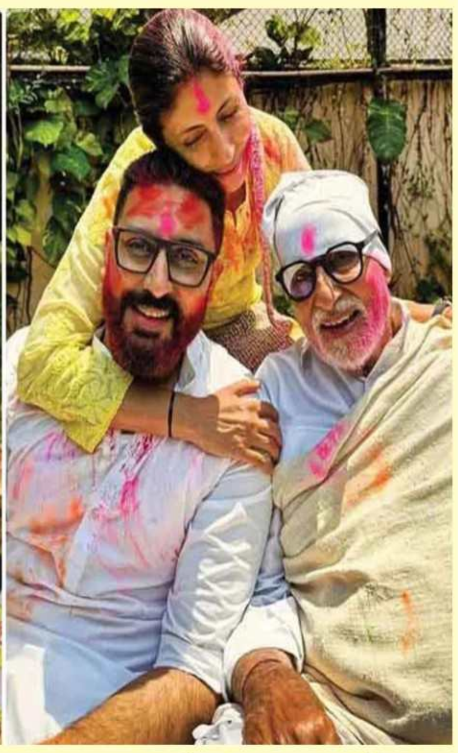

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে বচ্চন পরিবারে সঙ্গে রঙের উৎসব পালন করলেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। বচ্চন পরিবারের নাতনি নভ্যা নাভেলি নন্দার শেয়ার করা ছবিতে পরিবারের সঙ্গে দোল উদযাপন করতে দেখা গেছে 'রাইসুন্দরী'কে।

সামাজিকমাধ্যমে হোলির আগের রাতে হোলিকা দহন পালনের ছবি শেয়ার করেছিলেন নভ্যা। বাড়ির উঠানে আগুন জ্বেলে পালন হয় হোলিকা দহন উৎসব। একে অপরকে আবিরের টিপ পরিয়ে দেন সবাই। এরপর দোলের দিন সকালেও একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেন নভ্যা। আদরের নাতনি জড়িয়ে ধরে রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চনকে। কখনো আবার সেই ছবিতেই ধরা পড়ল ছোটদের মতোই দোল খেলছেন জয়া। একেবারে অন্য মেজাজে দেখা গেল বর্ষীয়ান অভিনেত্রীকে।

সেইসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার ছবিরও শেয়ার করেছেন নভ্যা। বচ্চন পরিবারে এদিন বাড়তি আয়োজন ছিল খাওয়া-দাওয়ারও। আর নভ্যার শেয়ার করে সেই ছবিতে দেখা মিলল ঐশ্বরিয়ারও। সেখানেই দেখা যায়, মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে বচ্চন পরিবারের সঙ্গেই বিশেষ দিনটি কাটাচ্ছেন ঐশ্বরিয়া। তবে তিনি নিজে বা অভিষেকও সামাজিকমাধ্যমে নিজেদের কোনো ছবি শেয়ার করে দোলের শুভেচ্ছা জানাননি অনুরাগীদের।

২০০৭ সালে বচ্চন পরিবারের বউ হন ঐশ্বরিয়া। তারপর থেকে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গেই সংসার করেছেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। তবে মাস খানেক ধরেই কানাঘুষো পরিবারে নিত্য-অশান্তি লেগেই রয়েছে। তবে সেই সব ভুলে আনন্দ উৎসবে একজোট হয়েছেন সবাই।

ফুটবল খেলার ইচ্ছেটা কমে যাচ্ছে; কেন বললেন ভিনিসিয়ুস?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা লেফট উইঙ্গার বলা হলে ব্রাজিলের ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের নামটাই প্রথমে আসবে। কিন্তু সেই ভিনিসিয়ুস জানালেন, তার ফুটবল খেলার ইচ্ছেটাই দিন দিন কমে যাচ্ছে। আর এজন্য অবশ্য নিজের বা ক্যারিয়ার নিয়ে কোনো অভিযোগ তার নেই। বরং অভিযোগ এনেছেন বর্ণবাদের বিপক্ষে। স্পেন ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে এসে বর্ণবাদের বিপক্ষে কথা বলতে গিয়ে কেঁদেই ফেলেছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। নিজেই জানালেন, স্পেনে তাকে যেভাবে একের পর এক বর্ণবাদী আচরণের শিকার হতে হচ্ছে, তাতে ফুটবল খেলার ইচ্ছাটাই ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস বেশ অনেকটা দিন ধরেই বর্ণবাদী আচরণের মুখে পড়েছেন। এমনকি স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচটাও খেলা হচ্ছে বর্ণবাদ বিরোধী সামাজিক বার্তা নিয়ে।

বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটায় নিজ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাবুতেই বর্ণবাদের বিপক্ষে খেলতে নামবেন ভিনি জুনিয়র। তার আগে সংবাদ সম্মেলনে জল ভেজা চোখে বললেন, 'অনেক দিন ধরেই এটার (বর্ণবাদ) মুখোমুখি হচ্ছি। প্রতিবারই আরও বেশি দুঃখ লাগে। প্রতিবারই খেলার ইচ্ছাটা আরেকটু মরে যায়।'

যদিও এসবের কারণে স্প্যানিশ ফুটবল ছাড়তে তিনি রাজি নন। রিয়াল মাদ্রিদেই থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি, 'বর্ণবাদীরা যা খুশি করতে পারে। আমি বিশ্বের সেরা ক্লাবেই থাকব, যত বেশি সম্ভব গোল করব, সেটা তারা (বর্ণবাদী) যেন দেখে।'

ভিনিসিয়ুস অবশ্য সবকিছু বাদ দিয়ে লক্ষ্য রাখতে চান ফুটবলের দিকেই 'ফুটবল খেলাটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই, কৃষ্ণাঙ্গরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক, সেটা নিশ্চিত হলে ক্লাবের হয়ে শুধু খেলাতেই মনোযোগ দিতে পারব।'

শেষ মুহূর্তের গোলে
স্পেনকে রুখে দিলো ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ৬ গোলের থ্রিলার ম্যাচে স্পেনের প্রায় নিশ্চিত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ব্রাজিল। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে স্পেনকে ৩-৩ গোলে রুখে দিয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার দলটি।

২৬ মার্চ রাতে স্পেনের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে ব্রাজিল। এরপর দারুণভাবে ঘুঁরে দাঁড়িয়ে ২-২ গোলে সমতা আনে দরিভল জুনিয়রের শিষ্যরা।

৮৬ মিনিটে স্পেনের মিডফিল্ডার রদ্রির দ্বিতীয় পেনাল্টি গোলে ফের ৩-২ গোলে পিছিয়ে পড়ে ব্রাজিল। শেষ মুহূর্তে সেই গোল শোধ করে ব্রাজিলকে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে অপরাজিত রাখেন লুকাস পাকেতা।

স্বাগতিক স্পেনকে ম্যাচের ১২ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করে লিড দেন রদ্রি। এরপর ৩৬ মিনিটে দানি এলবোর গোলে ২-০ তে এগিয়ে যায় স্পেন। দারুণভাবে ঘুঁরে দাঁড়িয়ে ৪০ মিনিটে রদ্রিগো ও ৫০ মিনিটে এনড্রিকের গোলে সমতায় ফেরে ব্রাজিল। এ নিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে গোল করলেন বিস্ময়বালকখ্যাত এনড্রিক।

ব্রাজিলে দারুণ শুরু করেছেন দরিভল। ইনজুরিতে বিধ্বস্ত দলকে বড় দুটি দলের অপরাজিত থেকে সবাইকে চমকে দিয়েছেন তিনি। এর আগে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল।

দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে
জিতল মেসিহীন আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অসাধারণ সব সেভে প্রথমার্ধে সমতায় ফিরতে দিলেন না কেইলর নাভাস। কিন্তু পরে আর পেরে উঠলেন না কোস্টার রিকার এই তারকা গোলরক্ষক। একে একে হজম করলেন তিন গোল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত জয় তুলে নিল লিওনেল মেসিকে ছাড়াই খেলতে নামা আর্জেন্টিনা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড এয়ারলাইনস ফিল্ড আট দা মেমোরিয়াল কলিসিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচে কোস্টা রিকাকে ৩-১ গোলে হারায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের ৩৪তম মিনিটে করা মানফ্রেদ উগালদের গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় কোস্টা রিকা। এসময় আর্জেন্টিনা দারুণ কিছু সুযোগ পেলেও তাদের সব প্রচেষ্টা রুখে দেন রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক ও পিএসজির বর্তমান গোলরক্ষক নাভাস।

বিরতি থেকে ফিরেই চার মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে উল্টো লিড নেয় আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৫২তম মিনিটে দুর্দান্ত ফ্রি কিকে আনহেল দি মারিয়া সমতা টানেন। চার মিনিট পর কর্নার থেকে উড়ে আসা বল দুই আর্জেন্টাইনের মাথা হয়ে ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বলে হেড করে দলকে এগিয়ে নেন মিডফিল্ডার ম্যাক অ্যালিস্টার।

৭৭তম মিনিটে নিজের গোলখরা কাটানোর পাশাপাশি দলকে আরও এগিয়ে নেন লাওতারো মার্তিনেস। রদ্রিগো দে পলের পাস পেয়ে দূরহ কোন থেকে লক্ষ্যভেদ করেন ইন্টার মিলানের এই স্ট্রাইকার। গত ১৮ মাসের মধ্যে আর্জেন্টিনার জার্সিতে এটা তাঁর প্রথম গোল। ১৬ ম্যাচ পর (৭৭৬ মিনিট) জাতীয় দলের হয়ে গোল করলেন তিনি।

দুই অর্ধে দেখা মেলে দুই রকম আর্জেন্টিনার। দ্বিতীয়ার্ধে রীতিমত আগুন ঝরিয়েছেন দি মারিয়া, মার্তিনসরা। সব মিলিয়ে ম্যাচে ৭৪ শতাংশ বলের দখল রেখে গোলের উদ্দেশে ২৩টি শট নেয় তারা, যার মধ্যে ১৩টিই ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে কেবল ৩টি শট লক্ষ্যে রাখতে পারে কোস্টা রিকা।

এই জয়ে কোস্টারিকার বিপক্ষে অজেয় থাকার ধারাবাহিকতাও ধরে রাখল আর্জেন্টিনা। এ নিয়ে আটবারের মুখোমুখিতে ষষ্ঠ জয় পেল আর্জেন্টিনা। বাকি দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

ম্যাচটা স্কালোনির জন্য অবশ্য অতীতের এক স্মৃতিতে ফেরার উপলক্ষ ছিল। আর্জেন্টিনা কোচ হিসেবে ২০১৮ সালে এ মাঠেই নিজের প্রথম ম্যাচে গুয়াতেমালার বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয় পেয়েছিল স্কালোনির আর্জেন্টিনা।

গত শনিবার এল সালভাদরকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। চোটের কারণে সেই ম্যাচেও ছিলেন না মেসি। টানা দুই জয়ে কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি নিয়ে রাখল লা আলবাসিলেস্তেরা। আগামী ২১ জুন কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকায় শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা।

বিফলে কোহলির ইনিংস, দাপুটে জয় কলকাতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুর্দান্ত শুরু কেকেআরের। গৌতম গম্ভীরের ছোঁয়ায় বদলে গেছে নাইটরা। জোড়া জয়ে এবারের আইপিএল শুরু শাহরুখ খানের দলের। ২৯ মার্চ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৭ উইকেটে হারাল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আরসিবির বিরুদ্ধে বরাবরই রেকর্ড ভালো নাইটদের। এর আগে, কোহলিদের ডেরায় শেষ পাঁচ ম্যাচ জেতে কলকাতা। সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকল। সুনীল নারিন, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ব্যাটে ভর করে অনায়াসেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেল শ্রেয়াস আইয়াররা।

প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান করে আরসিবি। ১৯ বল বাকি থাকতে ১৬.৫ ওভারে ৩ উইকেটের বিনিময়ে জয়ে পৌঁছে যায় কলকাতা। ছয় মেরে দলকে জেতান অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। সহজ জয় নাইটদের। ২৯ বলে অর্ধশতরানে পৌঁছে যান ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ওপেনিংয়ে ফিল সল্ট, সুনীল নারিন অর্ধেক কাজ করে দেয়। প্রথম উইকেটে ৮৬ রান যোগ করে এই জুটি।

নিজের ৫০০তম টি-২০ তে ব্যাট হাতে বিধ্বংসী ছিলেন নারিন। ৫টি ছক্কা হাঁকান। মারেন দুইটি চার। তবে একটুর জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করেন। ২২ বলে ৪৭ রান করে আউট হন। অন্য প্রান্তে ২০ বলে ৩০ করে ফেরেন সল্ট। তবে যে ফাউন্ডেশন তৈরি করে দেয় ওপেনিং জুটি, তাতে ভর করেই দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। বেধড়ক মার খাওয়া সত্ত্বেও পাওয়ার প্লেতে স্পিনার আনেননি আরসিবি অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি। বেঙ্গালুরুর নেতার এমন সিদ্ধান্ত বোধগম্য নয়। ৪টি ছয়, ৩টি চারের সাহায্যে ৩০ বলে ৫০ করে আউট হন ভেঙ্কটেশ। বাকি কাজটা সারেন শ্রেয়াস আইয়ার। ২টি চার ও ছয়ের সাহায্যে ২৪ বলে ৩৯ রানে অপরাজিত কেকেআরের অধিনায়ক। বিতর্কের মধ্যে ব্যাট থেকে এই রান নিঃসন্দেহে মনোবল বাড়াবে নাইট নেতার। তিন ম্যাচের মধ্যে দুইটিতেই হার বেঙ্গালুরুর। আবার আইপিএলের শুরুটা ভালো হলো না ফাফ ডু প্লেসির দলের। আরসিবির টপ অর্ডার মধ্যে দুই জনই এই ম্যাচে ছিলেন ব্যর্থ। দলকে টানেন একমাত্র বিরাট কোহলি। দলের ১৮২ রানের মধ্যে কোহলির রান ৮৩। এটাই ম্যাচের নির্যাস বলে দিচ্ছে। পাঞ্জাবের পর কলকাতার বিরুদ্ধে পর পর অর্ধশতরান। ৭৭ এর পর কলকাতার বিরুদ্ধে অপরাজিত ৮৩। তবে এই ম্যাচে চেনা ছন্দে দেখা যায়নি কোহলিকে। বাকিরা রান না পাওয়ায় কিছুটা ধরেই খেলেন তিনি। ইনিংসে ছিল ৪টি ছয় এবং চার। তার ইনিংসে ভর করেই ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান তোলে আরসিবি। ফাফ ডু প্লেসি মাত্র ৮ রানে ফিরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় উইকেটে কোহলির সঙ্গে ৬৫ রান যোগ করেন ক্যামেরন গ্রিন। পাওয়ার প্লের শেষে বেঙ্গালুরুর রান ছিল ৬১। ১২তম ওভারে একশোর গণ্ডি পার হয় দলটি। ২১ বলে ৩৩ করেন গ্রিন। দুইবার প্রাণ ফিরে পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি ম্যাক্সওয়েল। ২৮ রানে আউট হন। শেষদিকে দ্রুত ২০ রান যোগ করেন দীনেশ কার্তিক। জোড়া উইকেট নেন হরষিত রানা এবং আন্দ্রে রাসেল। তবে দুই ম্যাচে এখনও উইকেটহীন আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামী প্লেয়ার মিচেল স্টার্ক। এদিন ৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৪৭ রান দেন। তারমধ্যে ১৬ রান দেন শেষ ওভারে। যা ক্রমশ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে গৌতম গম্ভীরের। আইপিএলের শুরুতে জোড়া ম্যাচ জিতলেও স্টার্ক উইকেট না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাবেন না গৌতম গম্ভীর, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা।

শাহিনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত!

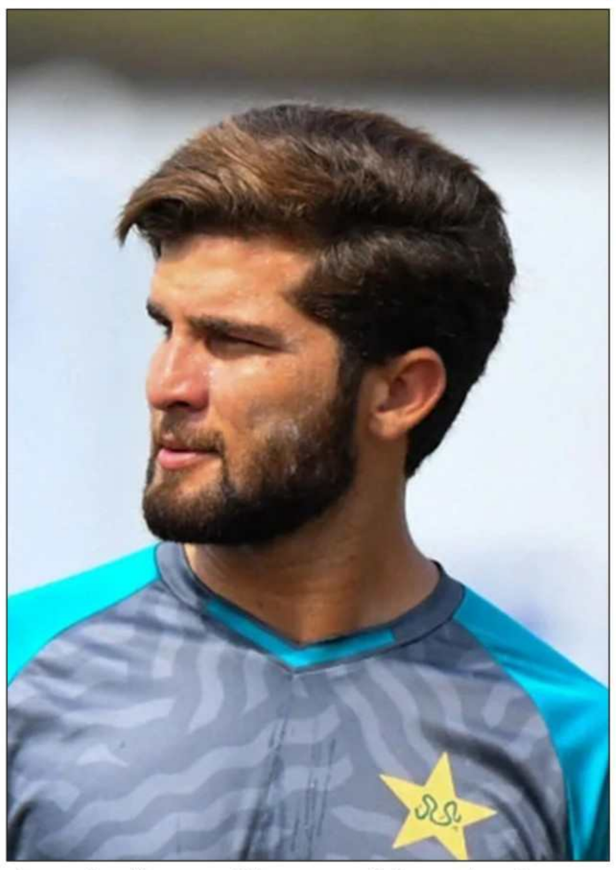

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারত বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিন ফরম্যাটে পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন বাবর আজম। কিন্তু ব্যর্থতার জেরে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। এরপর টেস্টে শান মাসুদ ও টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় শাহিন আফ্রিদির কাঁধে। যদিও নেতৃত্বের অভিষেকটা সুখকর হয়নি শাহিনের। তার অধীনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ হারে পাকিস্তান। এরপর পিএসএলে তলানিতে থেকে শেষ করে তার দল লাহোর কালান্দার্স।

এমন পরিস্থিতিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগ দিয়ে নতুন অধিনায়ক পেতে যাচ্ছে পাকিস্তান। এমনই যেন ইঙ্গিত দিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকবি। এক সিরিজ পরই অধিনায়কত্ব হারানোর মুখে শাহিন। নতুন বোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পর পরিবর্তন এসেছে পিসিবির নির্বাচক কমিটিতে। নতুন নির্বাচক কমিটির নিয়োগের পর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কে অধিনায়ক হবেন, এই প্রসঙ্গে মহসিন জানিয়েছেন, 'এমনকি আমিও জানি না (বিশ্বকাপে) কে অধিনায়ক হবে। শাহিন তার দায়িত্বে বহাল থাকবে নাকি নতুন কেউ আসবে, তা ফিটনেস ক্যাম্পের পর নির্ধারিত হবে। এখানে অনেক কৌশলগত বিষয় আছে যার বিস্তারিত আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি না।'

'আমরা দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান চাই। হোক তা শাহীন বা অন্য কেউ। তারপর আমরা তার ওপর আস্থা রাখব। কেবল এক ম্যাচ হারলেই অধিনায়ক পরিবর্তন করে ফেলব না।'

কোহলির অন্যরকম 'সেঞ্চুরি'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিরাট কোহলি ভারতের নীল জার্সিতে সবসময় খেলেছেন ওয়ানডাউনে কিংবা চার নম্বর স্থানে। তবে আইপিএলে যেন তিনি পুরোদস্তর ওপেনার হয়ে গেলেন! পাঞ্জাব কিংসের ১৭৭ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে দলের বাকিরা যখন ধুঁকছেন, তখন কোহলি খেললেন মনে রাখার মতো এক ইনিংস। ৪৯ বলে ৭৭ রান করে আউট হলেও দলকে জয়ের ভিত্তিটা ঠিকই দিয়ে গেলেন বিরাট। তবে ৭৭ রানে আউট হওয়া এই ইনিংসটাই কোহলিকে এনে দিলো অন্যরকম এক সেঞ্চুরির স্বাদ। ক্রিকেট বিশ্বে মাত্র তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অর্ধশতকের সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। গতকাল পাঞ্জাবের বিপক্ষে ফিফটির মধ্য দিয়ে ২০ ওভারের ক্রিকেটে ১০০টি অর্ধশতকের ইনিংস খেললেন তিনি। যে তালিকায় পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানের বাবর আজমকেও। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সব থেকে বেশি অর্ধশতরানের রেকর্ড রয়েছে ক্রিস গেইলের দখলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটারের ঝুলিতে রয়েছে ১১০টি অর্ধশতকের ইনিংস। এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ২০ ওভারের ক্রিকেটে ১০৯ বার ফিফটি হাঁকিয়েছেন এই অজি ব্যাটার। এই দুজনের পর তৃতীয় স্থানে থাকলেন কোহলি।

সোমবারের আগে পর্যন্ত এই তালিকায় কোহলির সঙ্গে যৌথ ভাবে তৃতীয় স্থানে ছিলেন বাবর। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাকিস্তানের এই ব্যাটারের ৯৯টি অর্ধশতরান রয়েছে। এ দিন অবশ্য চতুর্থ স্থানে চলে গেলেন তিনি। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক জস বাটলার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তিনি ৯৮টি অর্ধশতরান করেছেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR